একশো বিদেশি গল্প



পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

একশো পিদিম জ্বলে

একশো পিদিম জ্বলে

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

পরিবেশক
ময়না প্রকাশনী
১৪এ, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা
ডিসেম্বর ১৯৮৭



প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী
ভেতরের নামাঙ্কন
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি
সত্যজিৎ রায়
সুকুমার প্রতিকৃতি
বিমল দাশ
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
দাম
নয় টাকা

যুথিকা গঙ্গোপাধ্যায়
৪, দোলগোবিন্দ সিংহ লেন,
সালকিয়া, হাওড়া।
মুদ্রাকর
দেবব্রত সরকার
প্রতিভা এণ্টারপ্রাইজ
৬৪/৩, ভৈরব ঘটক লেন,
সালকিয়া, হাওড়া।



পাতায় পাতায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লীলা মজুমদার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অমিতাভ চৌধুরী। পূর্ণেন্দু পত্রী। কৃষ্ণ ধর। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। হরেন ঘটক। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। সরল দে। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। রঞ্জন ভাদুড়ী। সামসুল হক। অমিতাভ দাশগুপ্ত। আনন্দ বাগচী। রত্নেশ্বর হাজরা। কার্তিক ঘোষ। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সুনীল বসু। সাধনা মুখোপাধ্যায়। রবীন সুর। শ্যামসুন্দর দে। মৃদুল দাশগুপ্ত। প্রমোদ বসু। ব্রত চক্রবর্তী। রতনতনু ঘাটী। কিন্নর রায়। প্রণব মুখোপাধ্যায়। সুধীন্দ্র সরকার। অশোককুমার মিত্র। রাখাল বিশ্বাস। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। গৌরী ধর্মপাল। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। পান্নালাল ঘোষ। দীপংকর চক্রবর্তী। রাসবিহারী দত্ত। অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়। অর্ধেন্দু বিশ্বাস। পূরবী দে। সমর পাল। মধু গোস্বামী। তপন চক্রবর্তী। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী। সঞ্জীবকুমার দে। শম্ভু বসু। অনিন্দ্যশঙ্কর রায়। প্রদীপকুমার মিত্র। সুখেন্দু মজুমদার। সুদেব বক্সী। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। মৃণালকান্তি দাশ। মুস্তাফা নাশাদ। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।



সুকুমার আছেন।
থাকবেনও।
সবে একশো পিদিম জ্বললো।
জ্বলবে—
হাজার লক্ষ পিদিমও।

যাঁরা ভালো ছড়া লেখেন
যাঁরা ভালো ছড়া লিখবেন
ইচ্ছে ছিলো
তাঁদের সবার ছড়াই দু' মলাটে বন্দী করার।
না,
এ কাজে পুরোপুরি সাফল্য আসে নি।
কারণ
কেউ কেউ রাজি হন নি
ফরমায়েশি লেখা লিখতে।
আবার
সহযোগিতাও পেয়েছি অনেকের।
তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
তাঁদের কাছে আমি ঋণী।



সুকুমার রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যা লিখেছ
শুনতে আবোল তাবোল
নেই কো কোনে মানে,
মুক্তো হেন
গভীর কথাটুকু
লুকিয়ে আছে
তার যে মাঝখানে !!

সুকুমার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রামগরুড়ের ছানাকে মারেন
হাসিয়ে কে কোন্ দেশে ?
ছড়ায়-নাটকে-গল্পে ছাড়েন
হাসির তুবড়ি কে সে ?
মনে কার কিছু মালিন্য নেই,
নামধাম জানো তাঁর ?
ধাম তাঁর গোটা বঙ্গদেশেই,
নাম তাঁর সুকুমার।



সুকুমারজয়ন্তী

লীলা মজুমদার

কি আনন্দ ঘরে ঘরে;
শতেক বছর পরে
সব কিছুতে রং ধরে,
হাঁড়িমুখোও ঢং করে;
বুড়ো হাবড়া সং সাজে;
বাজে ঘণ্টা মনের মাঝে;
পাচ্ছে হাসি শক্ত কাজে,
রং লেগেছে ধরার সাজে।

শিবঠাকুরের আপন দেশে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার শেষে
এলেম কোথায় এ কেমন দেশে
ঘুটঘুটি রাত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড়
কারা ঘোরে সব ডাকাত না চোর
হাতে হারিকেন মাথায় গামলা
তবে কি উকিল, তবে কি আমলা
বেড়ালের মুখে শেয়ালের ডাক
জোনাকির পেট ফুলে জয় ঢাক
ডিগবাজি খেয়ে সামনে কে যায়
কারা ঢুঁসো মেরে ছুটছে বেজায়
হেঁকে বলি, দাদা, কেথায় যাচ্ছো
জবাব পেলুম, একুশ হ্যাঁচ্ছো !
দিনের আলোয় মন্তর ফুস
সব ঠিকঠাক জ্যান্ত মানুষ
ঘুমোচ্ছে কেউ ঠ্যাং দুটো তুলে
নামতা পড়ছে কেউ কান মুলে
ছেলে হেসে খুন মাস্টার কাঁদে
চিংড়ি পড়েছে বোয়ালের ফাঁদে
গোয়ালের গরু চিড়িয়াখানায়
বাঘের দুধের মিষ্টি বানায়
শুনি ঢুস্ ঢাস্ ধড়াস ধ্যাদ্দো
কুস্তিওলারা লিখলে পদ্য
পালাবো কোথায় রাস্তা পাইনে
ধরা পড়ে গেছি একুশ আইনে !





ছড়ার হযবরল

অমিতাভ চৌধুরী

উদ্ভট তাল
ডুমুরের ডাল।
বিদঘুটে ভূত
পেত্নির পুত।
ইরিসিপেলাস
ফাস্টোকেলাস।
সেকেণ্ডারির
নীলফামারির।
হাবোল বা বোল
আবোল তা বোল।
আদম সুমার
রায় সুকুমার।

শতবর্ষে সুকুমার রায়

হরেন ঘটক

বাবুরাম সাপুড়ের ছড়া
শোনা যায় আজো ঘরে ঘরে,
অকালেই চলে গেলে তুমি
প্রীতি রেখে সকলের তরে।

তোমার ঐ আবোল-তাবোল
আমাদের মনে দেয় দোলা,
তার মাঝে তোমাকেই পাই
তোমাকে কি যায় কভু ভোলা ?

কাল-ব্যধি ধরেছিল এসে
লেখা তবু থাকে নাই থেমে,
একদিন অকালে তোমার
শেষ ঘুম এল চোখে নেমে।

জাদুকর সুকুমার রায়
কোন দিন আসবে না আর,
লিখবে না মজাদার ছড়া
লেখনী যে থেমে গেছে তাঁর।





সুকুমার রায় ১০০

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

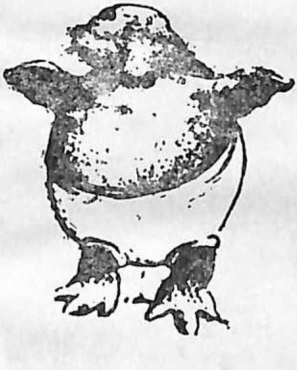
বড়বাবু কোথায় থাকেন,
আপনি জানেন নাকি ?
ট্যাঁস গরুদের লেজ আঁকা যায়
কয়টা যেন পাকে ?
কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে বয়স
দিচ্ছে কারা ফাঁকি ?
জানিনে ভাই, পাগলা দাশু
কখন কোথায় থাকে।

জানেন যিনি, তাঁর বয়েস তো
সবে একশো হলো।
আজও তিনি ম্যাজিক দেখান,
ফুস মন্তর, ফু……
মন্ত্রগুণে নোনতা কড়া
সব হয়ে যায় জোলো।
ম্যাজিসিয়ান মুচকি হাসেন
চু ড্রিঘাংচু চু।

সুকুমার রায় পড়তে পড়তে

পূর্ণেন্দু পত্রী

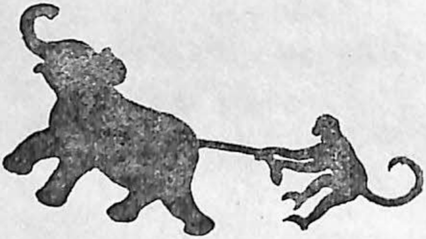
পড়তে পড়তে হাসি এবং
হাসতে হাসতে পড়ি।
কে যেন যায় বুকের মধ্যে
তুমুল গড়াগড়ি॥
হাসতে হাসতে পড়ি এবং
পড়তে পড়তে হাসি।
শোলোক বাজায় ঢোলক সঙ্গে
খামখেয়ালি-বাঁশি॥
পড়তে পড়তে হাসতে হাসতে
হঠাৎ যেন পাখি।
আবোল তাবোল ডানায় উড়ে
আলোর গুঁড়ো মাখি।



একাই একশো

ক্লষ্ণ ধর

একশো বছর পার করেছেন
সুকুমার রায়
একশো বছর বাংলাদেশ
ছড়ায় ভেসে যায়।
একশো বছর পার করেছেন
সুকুমার রায়
হাজার বছর তাকেই বুঝি
বাংলা ভাষা চায়।



মজার সুকুমার

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা ছিলেন গপ্পবুড়ো
ছেলে চিত্রকার
মাঝখানেতে মণ্ডা ক্লাবের
মজার সুকুমার।
একশো বছর পরে
আমরা তাঁকে স্মরণ করি
সবাই ঘরে ঘরে।

একশ বছর ঃ একশ পিদিম

সরল দে

হাসলে বাড়ে পরমায়ু
কাঁদলে বাড়ে কাদা।
হাস্যলীলায় অদ্বিতীয়
লীলাদিদির দাদা।

কার কথা কই? কে সে?
ঐ জ্বলে তার একশ পিদিম
দেশে ও সন্দেশে।

আশ্চর্য পিদিম বটে!
মেঘ বৃষ্টি ঝড়েও
জ্বলছে ভালো, দিচ্ছে আলো
রামগরুড়ের ঘরেও।

কান্নাকাটির দেশে—
'হাসতে মানা' নোটিশ দেখে
মরছি হেসে হেসে॥



আবোল তাবোল বরং বকুন

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

গোমরামুখো হোমরাচোমরা
লোকগুলি থাক তফাৎ ঢের,
ঘটবে বিপদ রায় সুকুমার
তাদের খবর পান যদি টের !
লেলিয়ে দেবেন কুমড়ো পটাশ
খটাস করে হাসির তোড়
ফিন্‌কি দিয়ে ঢুকবে কানে
সকাল থেকে রাত্রি ভোর ।

ওই তো ওরা মরছে ত্রাসে
ইঞ্চি মেপে কাটায় কাল
বুঝতে ওরা তাই পারে না
কোনটা মিঠে, কোনটা ঝাল ।
তখন মশাই করবেন কী
এবং হাসুন হাল্‌কা হোন,
আবোল তাবোল বরং বকুন,
তৈরি করুন সুস্থ মন ।



সে-ই জানে যে পড়েছে

রঞ্জন ভাদুড়ী



ফলের ঝুড়িতে ছিল আতা আর তাল,
দুয়ে মিলে হয়ে গেল একটি আতাল।
পেঁপেগাছে ফলেছিল বিশাল পেয়ারা,
দু'রকম স্বাদ তার—নাম পেঁপেয়ারা।
সবেদাকে ডেকে বলে রসালো বেদানা,
এসো-না দুজনে মিলে হই সবেদানা!
আজব ও আজগুবি এমন ঘটনা
একদিন ঘটেছিল—নয়কো রটনা।
হাতিমি ও হাঁসজারু কেমন, কোথায়?
সে-ই জানে যে পড়েছে সুকুমার রায়।

নন তিনি ননসেন্‌স

সামসুল হক

কে সুকুমার রায়
যে টক আকাশ খায়
সুকুমার রায় কে
ছায়া তাড়ায় যে
খুঁজতে সুকুমার
ফোক্‌লাতে ঢুঁ মার
রায় সুকুমার সে-ই
এই আছে এই নেই

তাতাদা যার নাম
ফুল ফোটায় ড্রুম্ ড্রাম্
তাতাদা নাম যার
চাই খাওয়া সোমবার

এই ছড়াটা ফাঁদ
বললো একটা চাঁদ
রাতকানা এক চাঁদ



চার সুকুমারী

অমিতাভ দাশগুপ্ত

১। তোমাকে মনে পড়ায়
ছন্নছাড়া ছড়ায়,
আর তখনই ঝনঝনিয়ে
হাসির মোহর গড়ায়।

২। যাবে টিম্‌বাক্‌টু
শব্দ কোরো না টু,
তাহলেই 'মার মার'
হাঁকে রায় সুকুমার।

৩। পাগলা দাশুর পেটে ভাত নেই
বেকার দাশুর দিন রাত নেই
ছিনিয়ে নেবার মত হাত নেই
সুখের সঙ্গে মোলাকাত নেই

৪। রাজা নয় সে রাজপেয়াদা
আস্তো একটা হারামজাদা,
হাড় ভেঙে সে করছে বাদা
তোমার ভাইয়ের, আমার দাদার।



শব্দকে জব্দ কে করেছিল ? সুকুমার

আনন্দ বাগচী

ছড়া ছিল জুড়িদার ঘোরানোর ছড়ি তাঁর
খোঁড়া-কানা অক্ষরও লাফ দিত কবিতার।
ভেলকির খেল কি যে বুঝিনি তখন তো
গজিয়েছে টাকে চুল ফোক্‌লার দন্ত।
অক্ষর ফক্কোর যায় নাকো ভোলা যে
ফেবিকলে জুড়েছেন শব্দের কোলাজে।
হ য ব র ল-র এই দুনিয়ার কলজে



তবলার মত তোলে হরবোলা বোল যে!
ক্যাঙারুর ছানা যেন থাকে পেট-পকেটে
চৌপদী করে দেন দু-পেয়ের পা কেটে।
রাত তাঁর হাতে দিন, আলাদিন-আংলা
একতাল কাদামাটি ছিল তাঁর বাংলা।

নিম-হলদি

রত্নেশ্বর হাজরা

কারুর কারুর বয়স বেড়ে যায় কারুর আবার বয়স কমে
হঠাৎ যদি ঘুমিয়ে পড়ে আমড়াতলায়—গরমে।
কিল খেয়ে যার হয় না হজম সে যদি খায় নিম-হলদি,
পিঠ বেয়ে কিল দৌড়ে পালায় ভয় পেয়ে খুব চট্‌জলদি।
ব্যাঙের যখন সর্দি লাগে হাতিমি দেয় মাদুলি,
ডান পায়ে লাল তাগায় বান্ধে, গুনিনের ফি-আধুলি।
নদীর চার কুমির যখন একলা করে ইষ্টজপ
ফল এনে দেয় ফুল এনে দেয় হাঁসজারু আর বকচ্ছপ।
কোমর গলা বুকের ছাতি—সবখানে মাপ একরকম!
দর্জিমশাই ভালো বলেই হয় না বেশি কিংবা কম।
আছাড় খেলেও পেট ভরে না যার—সে খাবি খায় উঠে,
কেউ যদি ভাগ চাইতে আসে—তাই সে পালায় একছুটে।
বেল খেয়ে যায় চামচিকাউয়া, বেরুচ্ছে শিং নীল ঘোড়ার।
সুকুমার রায় যে পড়েছে তার কাছে সব পরিষ্কার।



এই ছড়াটা

কার্তিক ঘোষ

একটা রুমাল বেড়াল হল
হাকিম ছিল প্যাঁচাই……
পাগলা দাশুর সঙ্গে এখন
যতই কেন চ্যাঁচাই—
বলবে কে আর, কুমড়োপটাস
ধার ধারে না জানার……
গোঁফ চুরি যাক, হাসতে মানা
রামগরুড়ের ছানার !
হাট্টিমাটিম ছড়ার দেশে
হাসির রাজা একাই
কি এঁকেছেন লেখার পাশে
আয় না তোকে দেখাই !
ছায়ার সঙ্গে কুস্তি এবং
জলের কত ধরন,
নাকের জলে, চোখের জলে,
খুড়োর কলের গড়ন।
হাঁসজারু না ট্যাসগরু ঠিক
গানে সুর গজায়,
কুমড়ো নিয়ে রাজার পিসি
ক্রিকেট খেলে মজায় !
এসব লেখা যাঁর, তিনি তো
সবার প্রিয় মানুষ……
তাই ছড়াটা তাঁকেই দিলুম
এর মানে কি জানুস ?



সিদ্ধবাক্

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

এখন যদি বেঁচে থাকতেন
শ্রী সুকুমার রায়—
দেখতেন তাঁর 'আবোল তাবোল'
সত্যি হলো প্রায়।

আবোল তাবোল চলছে সবই
ট্যাঁশ্ গরুরাই নেতা,
তেম্‌নি চালু একুশে আইন
এমনই দেশ এটা।

রামগরুড়ের সেই যে ছানা
শাসন করে রাজ্য—
নিষেধ হাসি, হাসলে পরে
মরণ অনিবার্য।

এই দেশে আজ লেগেই আছে
খরা এবং বন্যা
তারই মধ্যে ক্রিকেট খেলে
বম্বাগড়ের কন্যা!

ট্যাক্সো ফাঁকি দিচ্ছে যারা
তারাই দেখি পূজ্য—
রেতের বেলায় জ্যোস্না বেচে···
দিন দুপুরে সূয্যি।

আমরা নাকি স্বাধীন মুক্ত!
তাই যদি হয় তবে



মজুর চাষী মেথর কুলি
খেয়ে বাঁচবে কবে?

বারুদ ভরা ধানের গোলা
বুলেট বোমা-ই খাদ্য,
খোলেন বাজার আনন্দরাজ···
বাজাও হাড়ের বাদ্য।

এসব বুঝেই গেছেন চলে
ফেরেননিকো আর,
আকাশ জুড়ে সে কালপুরুষ—

শ্রী রায় সুকুমার।

মত্ত মাদল শোনান তিনি
অবাক কবিতায়,
বাঁধনছেঁড়া মানুষ ছিলেন

ঐ সুকুমার রায়।

আশ্চর্য কবিতা

সুধীন্দ্র সরকার

‘হুঁকোমুখো হ্যাংলা’ ‘চোর ধরা’ ‘সাবধান’,
‘ডানপিঠে’ ‘নিরুপায়’ ‘কাঠবুড়ো’ ‘পালোয়ান’।
‘প্যাঁচা আর প্যাঁচানি’ ‘দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম’,
‘দাঁড়ের কবিতা’ ‘শব্দ, কল্প-দ্রুম’।
‘রামগরুড়ের ছানা’ ‘ট্যাঁশ গরু’ ‘খিচুড়ি’,
‘মামাগো’ ‘ড্রিঘাংচু’ ! ‘হিংসুটি’ ‘গোঁফচুরি’ !
‘পেটুক’ ‘পাগলা দাশু’ ‘সবজান্তা দাদা’,
‘গরুর বুদ্ধি’, ‘সাধে—কি বলে গাধা’ ?
‘শ্রাবণে’ ‘হারিয়ে পাওয়া’ ‘যতীনের জুতো’,
‘কাঁদুনে’ ‘একুশে আইন’ ; ‘গানের গুঁতো’ !
‘বাবুরাম সাপুড়ে’ ‘ডাকাত নাকি’ ?
‘ছিটেফোঁটা’ ‘পুতুলের ভোজ’ ‘পাকাপাকি’।
‘চলচিত্ত চঞ্চরী’ ‘আজব সাজা’,
‘নন্দগুপি’, ‘বোম্বাগড়ের রাজা’।
‘গোপালের পড়া’ ‘জালা কুঁজো সংবাদ,’
‘আশ্চর্য কবিতা’ ‘হরিষে বিষাদ’ !



ছবি-ছড়ায় একশো বছর

কিন্নর রায়

পাগলা দাশু রামগরুড়
আর কাকেশ্বর কুচকুচ
যেমন লেখা তেমন আঁকা
সবটাই মুচমুচ !

ছবি-ছড়ায় মজার পড়ায়
একশো বছর পার
তিনি ছিলেন তিনি আছেন
বাবু সুকুমার !



সার কথা

মৃদুল দাশগুপ্ত

শুনেছো কি বলে গেলো এই দাশগুপ্ত
পৃথিবীতে সব কিছু হবে অবলুপ্ত ।
নতুন ধরণী হবে, দিন মাস তিথিও—
রায় সুকুমার রায় হবেন না দ্বিতীয় ।



ছড়ার রাজা

রাখাল বিশ্বাস

মিল দিয়ে কার সুর তুলে যায়
ছড়ার রাজা তিনি
ছুটছে কোথায় শিশুর বুড়োর
মুখের হাসি? চিনি—
আর চিনি তার পালক দিয়ে
আলোক মালার মধ্যে
আকাশখানি রাঙিয়ে দিলেন
অদ্ভুতুড়ের পদ্যে।
নইলে কি কেউ ভাবতো বসে
ভোজ খাবারের রাতে
চমকে ওঠার দিন ফুরোলে
কুস্তি ছায়ার সাথে।
ঠিক সাথে নয় জ্বলছে কোথাও
টক ঝাল আর মিষ্টি
রায় সুকুমার তিনিই আছেন
আর আছে তাঁর সৃষ্টি॥

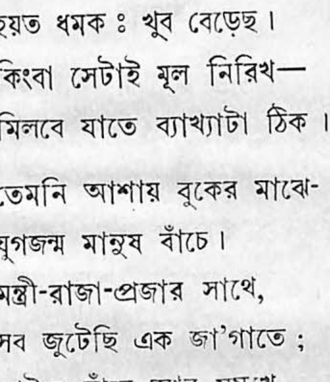
ড্রিঘাংচুকে

অশোককুমার মিত্র

পেতাম যদি ড্রিঘাংচুকে,
কাল কাটাতাম গভীর সুখে।
জেনে নিতাম মন্ত্র শুধু
কেমন করে রুক্ষ ধূ-ধূ
জীবন হবে সরস নদী
দেখা পেতাম তাহার যদি।

দণ্ডবায়স দখিন মুখে,
তাকায় নিচে, বসেন ঝুঁকে।
চোখ পাকিয়ে বলেন—কঃ
হয়ত ধমক ঃ খুব বেড়েছ।
কিংবা সেটাই মূল নিরিখ—
মিলবে যাতে ব্যাখ্যাটা ঠিক।

তেমনি আশায় বুকের মাঝে-
যুগজন্ম মানুষ বাঁচে।
মন্ত্রী-রাজা-প্রজার সাথে,
সব জুটেছি এক জা'গাতে ;
ডাইনে বাঁয়ে আর সমুখে,
খুঁজে বেড়াই ড্রিঘাংচুকে।



গ্রেট সুকুমার কুইজ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আয় আয় এইদিকে চট্‌পট্‌ আয়
উত্তর দেওয়া চাই আধঘন্টায়।
থিয়েটারে দাশু ছিল কোন ভূমিকায় ?
নন্‌সেন্‌স ক্লাব ছিল কোন জায়গায় ?
লেডিকেনি ফেলে দেরে, রাখ দরবেশ
ভীমনাগ নয় এটা, কোন সন্দেশ ?
আরে ঠিক বলেছিস, বুদ্ধিতো বেশ !

চট্‌পট্‌, বল দেখি নাম কার তাতা ?
ঠাস করে চড় খাবি যদি শুনি যা তা।
রাত দিন কি বকিস আবোল তাবোল ?
খাই খাই করে তুই করিস পাগল !
চিঠি পড়ে দেখি এ যে হ য ব র ল
হুঁকোমুখো হ্যাংলার হুবহু নকল।
হাঁসজারু রামগড়ু হুঁকোমুখো আর—
বলেছিস দেখি ঠিকই হারু সর্দার ;
সবেতেই ছাপ মারা গ্রেট সুকুমার !
সময় কি বেশি নিলি আধঘন্টার ?



নই সুকুমার রায়

সুনীল বসু

আমি একজন ছেলেমানুষ
বানাই শুধুই ভাবের ফানুস

কত কথাই বলে লোকে
খামচে দেয় না-কাটা নখে

কিছুই আমি পারি না বানাতে
ডিগ্‌বাজি খাই ডোবায় খানাতে

লিখতে বললে পদ্যটদ্য
মনে পড়ে যায় শুধুই ভূতের
বাপের শ্রাদ্ধ

রাত্রি বেলায় গা-বেয়ে ওঠে
শুঁয়োপোকা
দিতে ভাল লাগে শুধু কাতুকুতু
যারা টাকা রাখে পুতুপুতু
শুধু ভাল লাগে
দিতে ধোঁকা



নই আমি সুকুমার রায়
এই কথা বুঝুন মশায় ॥

সুকুমার-ছত্তিশা

গৌরী ধর্মপাল

এই কথাটাই ভাবছি কদিন বসতে শুতে নাইতে খেতে
কী লিখব সুকুমারের জন্ম শতবার্ষিকেতে।
লেখার আছে অনেক কিছু লেখার কিছুই নেইকো আবার।
শ্বাসে শ্বাসে দেয় যা হাওয়া, লিখেই তা কি ফুরিয়ে যাবার?
কেউ বলে নি লিখতে আমায়, মানাও আমায় কেউ করে নি
মা বলেছে, গৌউর বলো 'আমার মতন লিখব আমি'।
অন্য সবাই বলেছে যা, তার সঙ্গে মিলুক, না ই বা মিলুক,
খুলে দেখাও একটুখানি অন্তত মন-কৌটো-ঝিনুক।
অগত্যা 'মা, আচ্ছা' বলে হাত দিয়েছি ডটকলমে
সুড় সুড় সুড় ছন্দ বেটী নামছে লোমে প্রতি লোমে।
নামতে নামতে বলছে আমায়, স্বর চেনা না, না অচেনা—
ভূর্, ভুবঃ স্বর্,—সবার ওপর আনন্দলোক এক আছে না?
(এই মাটিরই বুকের মধ্যে…)
সেইখানে বাস করত, করে ঐ ছেলেটি চিরকিশোর
এই সাতাশির কাত্তিকে যার বয়স হবে একশ বছর।
(সবে মাত্র একশ বছর)।
নেই সে কবেই ফুরিয়ে গেছে গোমড়া মুখে বলছ কে হে?
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সব দরিয়া শব্দদেহে
ভাষুড়ে মা র বাংলা-বাড়ির আনাচ থেকে কানাচ থেকে
মারছে উঁকি বহুরূপী রং ফলিয়ে সকৌতুকে।
আরো কত একশ বছর আসবে যাবে এই ধরাতে
ঐ ছেলেটি উড়িয়ে যাবে শব্দ-ঘুড়ি বং-পাড়াতে
(ব্যোম-পাড়াতে, ওম্ পাড়াতে)

ড্রিঘাংচুকে বসিয়ে কাঁধে গড়বে নতুন শব্দ ভুবন
(নিত্যনতুন শব্দভুবন)
অর্থগুলো ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরবে পিছে বোকার মতন।
ধর্মতলায় কর্মখালি করতে থাক তোমরা সবাই
হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাং ধরতে ছেলে চলল একাই।
বিরাট্ রাজার খাস এলাকা, পা পড়েছে ওর যেখেনে
বলছি যা, তা ঠিক না বেঠিক, মিলিয়ে পুঁথি ছাপ দেখে নে।
অর্থ-গলদ্ঘর্ম জগৎ টানছে ঘানি, ঘুরছে ঘানি।
কান পেতে সে শুনছে একা বর্ণমালার ফিসফিসানি।
উলটে দিয়ে পালটে দিয়ে দেখা-শোনা-ইন্দ্রিয়-ছক
পৌঁছে গেছে আলোয় ঢাকা অন্ধকারের ভিডিও-তক।
শব্দ-কল্প দ্রুমের শেকড় দেখছে নেড়ে টেনে টুনে
রামধনুকের আবছায়াতে আদিম কালের চাঁদিম হিমে।
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে, পক্ষিরাজে ডিম পেড়ে যায়,
হাওয়ায় মেশা সুরের নেশা মনপ্রাণে মৃদঙ্গ বাজায়—
(সেই) ঝরণা তলার নির্জনে তার গন্ধে ম ম বাগান খানি
হাসির বেড়া দিয়ে ঘেরা—কেউ দেখেছ? না দেখ নি?
(টপকে তোমরা…)
পুঃ-না থেমো না, অনেক বাকি, বলছে মেয়ে কবজি ধরে।
বলছি, সে তো জানা কথাই, ছত্তিরিশে সব কি ধরে?




সুকুমারের চিড়িয়াখানা

রবীন সুর

হাস্যরসে ছিলেন বটে কিছুটা উদ্ভট ঃ
কৌতুকের কৌটোখানি জ্ঞানের ঝিনুক ভরা—
বিবর্তনে এখন যারা দিয়েছে চম্পট
সুকুমারের সেরেনগেটি তাদের পরম্পরা।

হাসজারু কি বকচ্ছপ বানানো নয় মোটে,
জুয়োলজির পাতা উল্টে সঠিক দেখে নিয়ো
পাখির বংশ সাপ হল গো, খিদেয় খুব চ'টে
উটের গলা জিরাফ হ'ল ব'র্গের জ ঞ।



থাকলে পরে দেখে যেতেন উল্টো বিবর্তনে
মানুষ ফের জন্তু হয়ে মটকে খায় ঘাড়,
যদিও দাঁত বুরুশ মাজা জ্ঞানেতে টনটনে
ড্রাগন মুখে হল্কা ছাড়ে, পৃথিবী ছারখার!

একদা সব জন্তুগুলো সইতে নিজের ভার
জলেই ভেসে থাকতো সদা, দিন কাটাতো খেয়ে
এখন যারা সভ্য জাতি বিশাল সম্ভার
গরল শুধু সেবন করে অমরত্ব চেয়ে।

চের্নোবিল ভূপাল গ্যাস ক্লোরিন প্ল্যান্ট, লিক—
নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনাস্ত্র নরদানব ঘৃণ্য,
তবে কি এরা ডাইনাসোর জীবনে আকস্মিক
পৃথিবী থেকে মুছেই যাবে, থাকবে নাকো চিহ্ন?

অবুঝ মনের সবুজ বনে

শ্যামসুন্দর দে

অবুঝ মনের সবুজ বনে
জোনাকি দেয় আলো
টুকরো কথা ছন্দে গাথা
লাগে বেজায় ভালো।
রূপকথা সেই রাজকাহিনী
তোতার মুখে বাণী
এ সব গল্প কতই শোনা
ভরেনা মনখানি।
সজারু হয় হাঁসজারু
কুমড়োপটাশ কেমন
পাগলাদাশুর পাগলামিটা
খুড়োর কলটা যেমন!
হুঁকোমুখো হেঁকে কয়
ডানপিটে কি ছেলে
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা
কোথায় এমন মেলে!
অবুঝ মনের সবুজ বনে
রঙমশালের আলো
শিশুকিশোর বাসল এতো
আবোল তাবোল ভালো।
কিশোর মনের রাজার আসন
জিনে নিলেন যিনি
এমনি শতেক বছর কতো
বেঁচে রবেন তিনি।





নেই বাবু সুকুমার রায়

ব্রত চক্রবর্তী

হাঁস সেই হাঁস হয়ে আছে
সজারুরা ঘোরে ধারে-কাছে
দু'য়ে মিলেমিশে তবু
হাঁসজারু হয়নাকো হায়।
নেই বাবু সুকুমার রায়।
শরতের শেফালিরা ঝরে
রোদ্দুরে রোদ্দুর গড়ে
কুড়োবার মজা তবু আর
কেউ টের পায় নাকো হায়।
নেই বাবু সুকুমার রায়।
আরো বেশী গম্ভীর তারা
রামগরুড়ের ছানা যারা
কলমের গোঁত্তায় ফেঁসে
একবার ফিক্ করে হেসে
আর কভু হাসে নাকো হায়।
নেই বাবু সুকুমার রায়॥

সুকুমার

পান্নালাল ঘোষ

একশো বছর এমন কী আর—
দুইশো বছর পরেও
মুখে মুখে ফিরবে সবার
থাকবে ঘরে ঘরেও।
যা কিছু তাঁর লেখা-জোখা
যা কিছু তাঁর আঁকা,
থাকবে তাজা সবার মনে—
পাবে আসন পাকা।

সাত রকমের রঙ মাখানো
সাতশো রকম হাসি,
তাঁর লেখাতেই হাজার মজা
পাচ্ছি পাশাপাশি।
আবোল তাবোল ভাবছো যাদের
কিংবা নিছক কল্পনা,
মোটেই তারা আজগুবি নয়
মোটেই তারা গল্প না।
হাঁসজারু কি পাগলা দাশু,
রামগরুড়ের ছানা···
কাছেপিঠেই আছেন তারা
এ তো সবার জানা।



রেখায়, লেখায় এমনি করে
বলতে পারেন আর কে?
একশোতে তাই একশো দেবেন
সবাই সুকুমারকে।

তাঁর তরে চার ছড়া

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

[১]

পাগলা দাশু ! পাগলা দাশু !
হতেও পারে পাগল বা···
সবার মনের আগল্ খুলে
ভাগলপুরেই ভাগল্বা !!

পাগলা দাশু ! পাগলা দাশু !
আয় ফিরে তুই কোল্কাতা !
'আবোল-তাবোল' লিখবো ছড়া
খোল্-রে পাগল গোল-খাতা !!

[২]

'হেশোরাম'কে সবাই চেনে
স্যার হেশোরাম হুঁশিয়ার !
বেড়ায় ঘুরে বন-বাদাড়ে
মার্কিন-চীন-রুশিয়ার !!

পূজোর শেষে বঙ্গদেশে
দৌড়ে এসো হেশোরাম !
সুকুমারের জন্মদিনে
পরাণ খুলেই হেসো রাম !!

[৩]

'কুমড়ো-পটাশ', 'বকচ্ছপ,' আর
রামগরুড়ের ছানা !
'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' কোথায়
থাকে সবার জানা !!



'হেড্-অফিসের বড়বাবু'র
গোঁফ কেন হয় চুরি !
এসব ছড়া লিখতে আজও
নেই কেউ তাঁর জুড়ি !!

[৪]

'ট্যাঁশগরু' আর 'হাঁসজারু' বা
'কাকেকশ্বর কুচকুচে' !
এদের নিয়েই গল্প-নাটক
লিখলো কে ভাই মুচ্মুচে ?

ছন্দে-গড়া' গন্ধে-ভরা
লেখার—রেখার স্পর্শতে !
'সুকুমার'কে প্রণাম জানাই
জন্ম-শত-বর্ষতে !!



ছড়াকার সুকুমার

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পড়তে কী ভালো লাগে খোকা আর খুকু'মার
আবোল তাবোল ছড়া লিখেছেন সুকুমার

রুমালকে বলো বলো কে বেড়াল করেছে
হ য আর ব র ল-য় খোকা সেটা পড়েছে

জল আছে নানাবিধ খোকাখুকু জানত
অবাক হল যে পড়ে পান বৃত্তান্ত

বুকের বাক্সে রেখে কাতুকুতু বুড়োকে
মনে মনে ধরে তারা কলওয়ালা খুড়োকে

হট্টমুলোর গাছে কুমড়োপটাশটা
কল্পনা শক্তির যেন পরাকাষ্ঠা

ছোটবেলা কেটে গেল গদ্যে ও পদ্যে
সুকুমার রয়েছেন হৃদয়ের মধ্যে

কুমড়োপটাশ

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

চমকাচ্ছে সারা দেশ
কুম্‌ড়োপটাশ নিরুদ্দেশ !

খুঁজতে গিয়ে রাত্রি দিন
আফ্‌-লিবিয়া ইন্দোচীন

খবর পেলুম জাপানে
নেমন্তন্ন চা পানের

ওই ওখানে যায়নি সে
ইরান' ইরাক' প্যারিসে

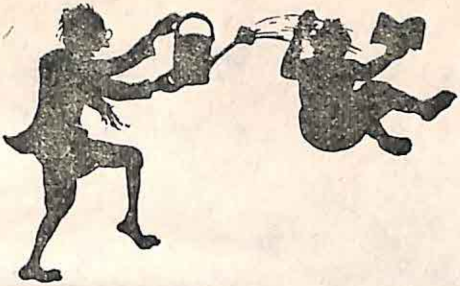
যাচ্ছিলো কী হণ্টনে
পেটে বারুদ টন্‌টনে !

রাশিয়া কী প্যান অ্যাম্‌
ওখানেও ট্রাফিক জ্যাম্‌

দার্জিলিং কী পাঞ্জাবে
খুঁজতে গেলেই জান্‌ যাবে ?

বাপ্‌রে সে কী সাহস তার
চোখ খুল্‌তেই পগার পার ।





সুকুমার রায়

প্রমোদ বসু

কেউ হাসে তার সপ্তকেতে
কেউ হাসে বেশ মিহি
কেউ হাসছেন প্রাণ খুলে, কেউ
হাসছে হো-হো, হি-হি।
কারণটা কী, কারণটা কী
পড়ছে 'আবোল তাবোল', ভাই
কাঁপন ধরে হাড়-পাঁজরে,
জলের মতন যে চলকাই।

বাংলাদেশের গোমড়া মুখে
কে এনেছেন হাসির রেশ ?
তিনি সুকুমার রায় তো জানি
তাঁর জন্যেই ধন্য দেশ।

সুকুমার

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বকেন খালি আবোল তাবোল,
করেন খালি খাই খাই!
ব্যক্তিটি কে উল্লিখিত,
পাগলা দাশুর ভাই টাই?

দাশু পাগলার নন সহোদর,
সম্ভবত মামা,—
রুমাল দিয়ে বেড়াল করেন,
নন রামা কি শামা।

নিশ্চয়ই নন যেদো-মেধো,
হয়তো দেশোর পিশে,—
জানেন, আকাশ মেঘের গায়ে
মিষ্টি না টক মিশে!

তৈরী করেন আবোল তাবোল
রস রসালো আহার—
এবং হ য ব র ল-এর
অতি অদ্ভুত বাহার!

এমন পোটো, পাচকটি কে?
পাগলা দাশুর লেখক—
ছড়া ছবির রাজত্বিতে
রায় সুকুমার একক ॥



জগার স্বপ্ন

প্রদীপকুমার মিত্র

জগা রাতে চোখবুজে যেদিকে তাকায়
আবোল তাবোল দেখে খিচুড়ি পাকায়।
বোম্বাগড়ের রাজা কান ধরে মারে টান,
কুমড়ো পটাশ তাকে করে দেয় সাবধান।
চুপি চুপি বলে দ্যাখো, প্যাঁচা আর প্যাঁচানী,
বাবুরাম সাপুড়েকে দেখে ছাড়ে চ্যাচানী
কিম্ভূত ট্যাঁশগরু ব্যাটা ভয়ে জব্দ,
হুঁকো মুখো হ্যাংলার মুখে নেই শব্দ।
বুঝিয়ে বলার মত একি ছাই ঘটনা!
ছায়া বাজি চলছেই নয় জেনো রটনা।
জগা কেঁদে বলে ভাই কুমড়োপটাশ,
ওদের চাঁটিয়ে দাও চটাস্ চটাস্।
"চাঁটাওনা জল্দি" জগা যেই বলেছে,
সকলেই চট্পট্ চাঁটিয়েই চলেছে।
চীৎকার করে জগা মাসী-গো মাসীই,
কাঁদুনে কাণ্ড দেখে পাচ্ছে হাসি।
গুম্‌গাম্ চীৎকার দুম্‌দাম্ কান্না,
ছুটে আসে রায়বাবু তিনি এটা চান্‌না
বল্‌ল কি মুশকিল! কাঁদবে না কেউ,
হঠাৎ থম্‌কে থাকে কান্নার ঢেউ।
চোখে লাগে মিঠে কড়া মজাদার গন্ধ
আজকাল এই সব কারবার বন্ধ।
জগা বলে "পেয়েগেছি" বেশি আর চায়কে
আবোল তাবোল রাজা সুকুমার রায়কে।



খেয়াল খুশির রাজা

সুখেন্দু মজুমদার

সাতরঙা হাসিখুশি
রসে ভরা রাজপাট,
কার ছড়া পড়ে বল
তেপান্তরের মাঠ
হাতছানি দিয়ে ডাকে
ছুটে তোরা চলে আয় ?
তাঁর নাম কে না জানে
তিনি সুকুমার রায়।

আজব চিড়িয়াখানার
কতটুকু জানো আর,
কার ছড়া জুড়ে আছে
মজাদার জানোয়ার ?
হাঁসজারু হাতিমির
খোঁজে বল চায় কে,
তবে তার পড়া চাই
সুকুমার রায়কে।



সাতরঙা মজাগুলো
নাচায় কে তাক্‌ধিন
ছেলেবুড়ো সকলের
মন জুড়ে রাতদিন ?
আবোল তাবোল পড়ে
তবে তাঁকে চেনা যায়
খেয়াল খুশির রাজা
তিনি সুকুমার রায়।

হযবরল

মৃণালকান্তি দাশ

অঙ্কে কেন রে কম
নম্বর পাস ?
—সে কথায় কাজ কী রে
কুমড়োপটাশ !
বিজ্ঞান-কেলাসেই
বাধাস যে গোল ?
—কেন যে প্রশ্ন করে
আবোলতাবোল !
বল দেখি উঁচু কেন
এভারেস্ট-চুড়ো ?
—তুই তো দেখছি বাপু
কাতুকুতু-বুড়ো !
সাদা-কালো যোগ দিলে
বল কত হয় ?
—পেয়েছে আজকে তোকে
হযবরল-য় ।
হাঁসজারু ঘুরে-ফিরে
ঘাস-টাস খায় ?
—পড়িসনি একেবারে
সুকুমার রায় ।
কী হল, চললি কোথা ?
পাচ্ছে কি ঘুম ?
—জ্বালাসনি হাবু তুই,
দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম !





সেই অফুরাণ প্রাণের পুরুষ

প্রণব মুখোপাধ্যায়

একটি ছড়াকারের কথা আজকে মনে জাগে
জন্মেছিলেন আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে।
তাঁর জগতের পাগলছাগল, জীব জানোয়ার, প্রাণী
ভুলিয়ে দিল, বয়স আমার বাড়ল অনেকখানি।
দুঃখ ব্যথায় খুব বেশিখন রাখিনা মন ভার
কারণ জানি হাসতে হবে, আছেন সুকুমার।
ছড়া ছাড়াও গল্প নাটক রসের রসিক অতি
আজগুবি আর বাস্তবে তাঁর অদ্ভুত সঙ্গতি।
সত্যিকারের জগতে কই সে সব প্রাণীর খোঁজ ?
অথচ তাঁর মত্ত মাদল বসাচ্ছে নওরোজ।
উদ্ভুটে সুর তাল দিয়ে যায় কান পেতে তাই শুনি
সেই অফুরাণ প্রাণের পুরুষ চিরনবীন, গুণী।



ছড়াদার

রতনতনু ঘাটী

কত ছড়া পড়ে পাপু
মিঠি, তাতা, পপনও,
ছায়া ব্যবসার ছড়া
পড়েছে কি কখনও ?
ট্যাঁশ গোরু গোরু নয়
হাঁসজারু পাখি তাই,
জানতে এসব কথা
কোন্ বই পড়া চাই ?
কুমড়োপটাশ নাচে
হাসে তিন ফোকলায়,
রামগড়ুরের ছানা
হাসি দেখে ভয় পায়।

ছড়া হয় হিজিবিজি
কথাগুলো ছড়ালেই ?
হাসি পায় দমফাটা
একটুও জানা নেই।
জানবে কী করে সব
মিঠি, তাতা, পপনও,
সুকুমার রায় তারা
পড়েনি তো কখনও।

বাবু-বিবি

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

গিন্নি বকেন আবোল তাবোল
কর্তার মুখ লক্
ছেলের মাথায় পাগলাদাশু
থামেনা বকবক্।

কর্তা বলেন চুপিচুপি
চিড়িয়াখানাও ভালো
বিয়ে করে সঙ সেজেছি
রঙ মেখেছি কালো।

বাড়িতে আছেন চণ্ডীখুড়ো
সব কথাতেই সায়
এসব নিয়েই বেঁচে রইবেন
বাবু সুকুমার রায়।



সুকুমার রবীন্দ্রনাথ

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ একশ' পঁচিশ
সুকুমার রায় একশ,
'সব পেয়েছি'র মিলবে হদিশ
করলে এঁদের মক্‌শো।

সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ
আছেন যাঁদের সঙ্গে
পারবে না কেউ করতে অনাথ
তাঁদের এ দুই বঙ্গে।

একজন-ই সুকুমার

সঞ্জীবকুমার দে

ভাবতে চাইনি বয়সটা তাঁর
একশো ছুঁয়েছে কবে,
প্রতিনিয়ত জন্ম যাঁর
আমাদের অনুভবে।
এই যে ছুটছি ছড়ার সড়কে,
প্রাণ-খোলা হাসি হাসছি
যাঁর গড়ে দেওয়া ডানা দু'টি দিয়ে
ছড়ার আকাশে ভাসছি।
পড়ছি যে ছড়া, গড়ছি যে ছড়া
নিত্যনতুন ছন্দে—
এই যে বাড়িয়ে চলেছি ছড়ার
রাজ্যটা ভালো-মন্দে।
কার কাছে শেখা? কার ধাঁচে লেখা?
বলো কার কারুকার্য?
তোমার, আমার, সবার হাতে কে
দিয়েছেন ছড়া-রাজ্য!
রাজা তিনি নন, নন মন্ত্রীও
কিংবা কোনও রাজকুমার;
ছড়ার বিশাল রাজ্যতে তিনি
একজন-ই শুধু;—সুকুমার॥



আবোল তাবোল

অনিন্দ্যশঙ্কর রায়

অমন ছড়া যায় না পড়া
আবোল-তাবোল ছাড়া,
খুড়োর কলে মানুষ ছোটে
আজব সে এক ধারা !
আপন মনে পাগলা জগাই
তিড়িং বিড়িং লড়ে,
বিপদ এলেই সাহেব পথে
কেতাব খুলে পড়ে !
মন্ত্রী সেথায় কলসী বাজায়
রাজার কোলে চেপে,
হাঁচতে হলেই টিকিট লাগে
কাটোনি তা কে কে ?





আছে সবই

শম্ভু বসু

গল্প-ছড়া পড়তে গেলে
খুশির গোলাপ ফোটে,
শিউলি যেন পাপড়ি মেলে
লক্ষজনের ঠোঁটে !

নেই তো তুমি ধরার মাঝে
তোমার আছে ছবি,
এবং আছে গল্প-ছড়া
আছে তোমার সবই !!

রায়স্থ কুমার

সুদেব বক্‌সী

হিজবিজ্‌বিজ্‌ গিজ্‌গিজ্‌গিজ্‌
অং কস্‌ছিস্‌ ছিঃ-স্‌ নিজ্‌ নিজ্‌
কুমড়ুম্‌পাস্‌ তুমতুম্‌ চাস্‌
ঘাস্‌ফাস্‌খাস, চুপ্‌ছুপ্‌ ঠাস্‌
রামগুড়্‌গুড়্‌ ডাকঘুর্‌ঘুর্‌
ধম্‌কম্‌তাস্‌ হাম্‌ হুড়,মুড়,
বাব্‌রাম দাম সাফ্‌-সাপ-উড়্‌
বামডানডানঠানডান ধূর্‌
আব্‌ তাব্‌ বোল আল্‌ফাল্‌ ভোল
হালফাল চাল সাধ কাঁধ তোল
দায়-ফায় রায় দেয় মার স্থক্‌—
বোঝ্‌-পড়্‌ বড়্‌-ছোট্‌ খোক্‌খুকু।



শতবর্ষের কথা

মুস্তাফা নাশাদ

শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে
তোমার শতবর্ষ নিয়ে
দারুণ মাতামাতি,
করছে জ্ঞানী-গুনী জনে
শহর-গঞ্জে কোণে-কোণে,
জেগে দিবসরাতি !

আলোচনা কাব্যপাঠে



লোক ধরেনা হাটে-মাঠে—
কালনা থেকে কাঁথি।
'হাঁসজারু' না হলে ক'ন
সৃষ্টি হোত কি 'টাইগন'—
কুটলে মাথা হাতি ?

ছড়া নেই হাসি নেই

দীপংকর চক্রবর্তী

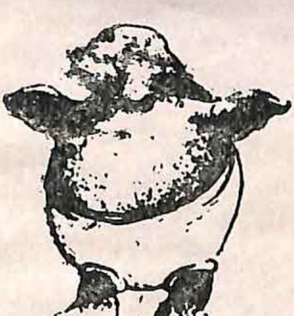
বলছি খবর অবাক খবর
বলছি হাওয়া নেড়ে
কাক্কেশ্বর চলে গেছে
কাগেয়াপটি ছেড়ে।
হিজবিজবিজ খুঁজতে গেছে
রাণাঘাট কৈলাস
গেছোদাদা মনের দুঃখে
গেছেন বনবাস।
বেড়ালও নেই রুমালও নেই
নেই ব্যাকরণ শিং
মজারু সেই ছড়াও নেই
হাসি নে রাতদিন।



প্রণাম জানাই

পূরবী দে

ঠাট্টা হাসির তকমা আঁটা
সুকুমারের ছড়া,
ছেলেবুড়ো সবাই চাখে
ছড়া-তালের বড়া।
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে—
বাজে আজব সানাই,
সুকুমারের একশ বছর—
প্রণাম তাঁকে জানাই।



যাদুকর ছড়াকার

সমর পাল

মজাদার ছড়া আর
সুমধুর ছন্দ !
সুকুমার গড়েছেন
নেই তাতে সন্দ !!

হাসি আর আজগুবি
নয় শুধু ভর্তি !
মানে তার আছে খুব
বিলকুল সত্যি !!

তাঁর ছড়া ঘরে ঘরে
পাঠ হয় নিত্য !
ছড়াগুলো পড়ে যেন
ভ'রে ওঠে চিত্ত !!



যাদুকর ছড়াকার
সুকুমার হন যে !
ছড়াগুলো পড়ে হাসি
নেচে ওঠে মন যে !!

খুশি আর আহ্লাদে
সোনা মাখা স্পর্শে !
নমি তাঁকে প্রীতি দিয়ে
শততম বর্ষে !!

সুকুমার রায়

রাসবিহারী দত্ত

বিদ্‌কুটে সব ছায়াছবি
অদ্ভুতুড়ে গল্প
বলতে পারো কেবল মজা
বলতে পারো জল্প
কল্পকথার কারসাজি এ
ভড়কি ভড়ং ভোজবাজি
উড়নতুবড়ি রঙ তামাশার
ফুলঝুরি আর ফুলসাজি
তালকানাতাল বেহাল বেসুর
কেয়া পাতার ভেঁপু
আলটপকা বেঁধে ছেঁদে
বলেন তিনি, দে ফুঁ।

ছদ্ম বিচার, ফটিচার এ
উলু কথার ওকালতি, ফন্দি—
'বন্দী করো' ফরমান এ
বন্দনা নেই, কেবল অভিসন্ধি।
ছড়ার মজায় ছড়িয়ে দিয়ে
বলেন শিশুর পাঠ্য,
আসলে এ মগজধোলাই
শেখায় শঠে শাঠ্য।
খাঁটি কথার ঝুঁঝকো আঁটি
দাহ্য বারুদ ঠাসা



নিখাদ নিখুঁত মানুষ হতে
শেখায় সর্বনাশা।
সুকুমার নয় কুসুমকুমার
উষুম কথার ইন্ধন
আড়াল করো, ঝাপসা করো
ভুলুক পাঠকবৃন্দ।

চলছে কি সব

অর্ধেন্দু বিশ্বাস

বলছ কি সব 'আবোল-তাবোল' করছ—'হ য ব র ল'
'নোট বই'তে টুকছ যে সব নয়কো মোটে সরলও,
'ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ' করে মাতলে ছায়াবাজিতে
নাচছ 'বোম্বাগড়ের রাজা'র মিথ্যে কারসাজিতে।

পাগ্‌লা দাশু বন্ধু তোমার কেমন করে হল হে ?
'ভালরে ভাল' সবার সাথে উঠলে মেতে কলহে ?
'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' সুর ভাঁজছ, করছ কি নাই খেয়ালই



আমার কাছে আজকে তুমি 'খুড়োর কল'-এর হেঁয়ালী।

'রামগরুড়ের ছানা'র মত ভুললে কেন হাসিকে ?
তোমার জন্যই ভুগতে হবে মা কিংবা মাসিকে !

এতক্ষণে বুঝতে পারি নও তুমি আর স্ববলে—
'কুমড়ো পটাশ'—রায় সুকুমার সৃষ্ট কুহক-কবলে !!



এক ছিল যাদুকর

মধু গোস্বামী

এক ছিল যাদুকর, রঙে রসে ভোলাতো,
ছোটদের মনটাকে, বুড়োদেরও দোলাতো !
'আবোল তাবোল' বোলে তাল ঠিক মেলাতো,
কুইনান মিক্‌চার মধু বলে গেলাতো,
কান মুলে চর মেরে 'হো, হো' করে হাসাতো,
ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করে, শেষে ফাঁসাতো,
চাঁদ থেকে চাঁদা মাছ মুঠো ভরে আনতো,
ভাত নয়, পান ছেঁচে করে নিত 'পানতো',
কিম্ভূত কিমাকারে 'কিমা' সব বানিয়ে,
কুয়াশা দেশ থেকে সেরা 'কুক' আনিয়ে
রোজ দিত ভোজসভা, কত কি যে রান্না
খেতে খেতে অতিথিরা জুড়ে দিত কান্না,
কেঁদে কেঁদে রাতভোর, শেষে হেসে ফেলতো,
যাদুকর রঙে রসে নানা খেলা খেলতো !

বলে রাখি ইশারায়

তপন চক্রবর্তী

যতকিছু অদ্ভুত আজগুবি তত্ত্ব,
তাই নিয়ে গড়ে ওঠে সুকুমার সত্য
খোকা খুকু পড়ে হাসে বুড়ো বসে ভাবনায়
হাসি শুধু হাসি নয় বলে সুকুমার রায়

রামগরুড়ের ছানা কুমড়ো পটাশ যে,
সুকুমার পদ্যেই করে সুখে বাস যে।
বিদ্যে বোঝাই যত বাবুদের চিত্তে,
সুকুমার ভেঙ্গে দেন যাবতীয় মিথ্যে।

গঙ্গারামটি ছিল কত ভাল পাত্র,
কার সাথে কুস্তিতে ব্যথা হল গাত্র।
আজগুবি প্রশ্নের উত্তরে ঠাসা ঐ,
সুকুমার লিখেছেন মজাদার নোটবই।

বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ মেরে যারা হও বীর,
হাসি নেই মুখখানা রাখো সদা গম্ভীর।
তারা সব সাবধান বলে রাখি ইশারায়,
আমাদের ঘরে রোজ আসে সুকুমার রায়।



রায় সুকুমার জিন্দাবাদ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

খেয়াল রসের আজব রাজ্য নেইকো কোন ট্যাকসো
দেখতে দেখতে রাজার বয়েস পূর্ণ হ'ল একশো
রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া চক্ষে থাকে স্থির লেগে
দেখতে পাবে ইহজন্মে স্বপ্নে কিংবা আধ-জেগে
হাঁসজারু আর বকচ্ছপ……পারবে কি সব গুনতে ?
বাবুরাম সাপুড়ের বাঁশি চাও শুনতে ?
কাতুকুতু বুড়ো কিংবা চালভাজা সে থুত্থুড়ি
অফিসের সেই বড়বাবু গেল যাহার গোঁফ চুরি
দেখতে কি চাও গঙ্গারাম বা বেলতলায় যায় সেই ন্যাড়ারে ?
রাজা মশাই মজুত করে রেখে গেছেন তাঁর ভাঁড়ারে
ফ্রেমে বাঁধাই আমসত্ত্ব ও পাঁচশো হাজার রকম চাটনি
কত বছর ধরে চাটছে বাবা দাদু এবং নাতনি
মজার ছড়া সবাক ছবি নাটক এবং আখ্যানে
সব বয়সী ছেলে বুড়োর মনে গভীর আঁক টানে
চাইনা ঈশপ, টিনটিন বা বীর বাহাদুর সিন্ধাবাদ
খেয়াল খুশির অমর রাজা রায় সুকুমার জিন্দাবাদ



পদ্য লিখলে

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্য লিখতে কারা পারে ?
পুরবো তাদের কারাগারে !
কবি মানেই বিপদজনক,
নাড়িয়ে দিতে সবার টনক—
খুব যে ভালো তারা পারে
পুরবো তাদের কারাগারে !!

করবো তাদের মগজ ধোলাই,
মুদির খাতা আছে খোলা-ই !
নামতা শুনে হিসেব কষে,
আসবে তারা আমার বশে !
করছি কত মগজ ধোলাই
এমনভাবে লিখতে ভোলা-ই !!



সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র, হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই-জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরে-ছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।

—রবীন্দ্রনাথ

